একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
ও
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

শেখ হাসিনার উপহার
একটি বাড়ি একটি খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

ভূমিকা:

দীর্ঘ দিনের শোষণ আর বঞ্চনার শিকার হতে মুক্ত এ নতুন জাতিসত্তার উন্মেষে জাতিকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একমাত্র স্বপ্ন। বিশ্ব নেতৃত্বে ঈর্ষণীয় স্থান করে নেয়া বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পৌছানোর আগেই হারিয়ে গেলেন জাতির জীবন থেকে। কিন্তু রেখে গেলেন নিজেরই রক্তস্নাত আদর্শ উত্তরসুরী, যিনি দুর্বিষহ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলা বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনের আলোকিত মুখ আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মমতাময়ীশেখ হাসিনা।

স্বাধীনতা পরবর্তিতে দেশ গঠনে ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক তৎপরতায় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো যতোটা সমৃদ্ধ হয়েছে ঠিক ততোটাই পিছিয়ে রয়েছে দরিদ্র মানুষের জীবনমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুভব করলেন, মাইক্রোক্রেডিট প্রান্তিক পর্যায়ে অর্থপ্রবাহ সৃষ্টি করলেও দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারছে না। পারিবারে সমস্যা দেখা দিলে ঋণের টাকায় কেনা সম্পদ বিক্রি করে দেন গরিব মানুষ। তারপর আবার কোন জরুরি প্রয়োজনে অথবা ঐ ঋণ পরিশোধের চাপে আবারো নতুন করে ঋণ পেতে ছুটে যান অন্য কোন ঋণদাতার কাছে। এভাবেই ক্ষুদ্রঋণের মোটা আস্তরণের নিচে চাপা পরে যায় গরিবের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্ন, যেখান থেকে আর বেরোনোর কোন পথ খোলা থাকে না দরিদ্র মানুষের। ক্ষুদ্রঋণের জালে আটকে থাকা দরিদ্র মানুষের মুক্তি দিতে নিজস্ব সঞ্চয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল'। দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারি অনুদানে গঠিত হয় সমিতির নিজস্ব তহবিল। যা বিনিয়োগ করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে ভাগ্যোন্নয়নের পথে।

নিজ নিজ প্রয়োজনে নিজেরাই পুঁজি প্রদান এবং আদায় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি জড়িত থেকে আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই 'ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল' যা আগামীর উন্নত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রচলিত উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;

২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক একটি বাড়ি একটি খামার সমিতি গঠন। যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% মহিলা;

৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা। এভাবে ২৪ মাস পর্যন্ত প্রদান করা;

৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা। তবে সদস্য সংখ্যা কম হলে আনুপাতিক হারে প্রদেয়;

৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা;

৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেন-দেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৭. প্রতি সমিতি হতে গড়পড়তা ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. দেশের প্রতিটি বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

(২০০৯ হতে অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত)

- সমিতি গঠন- ৮২১৪৭ টি
- উপকারভোগী সদস্য পরিবার - ৩৮৭৫০১০ টি
- মহিলা সদস্য - ২৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৯৫ জন এবং পুরুষ - ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৪৯৮ জন
- নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়- ১৪৭০.৮১ কোটি টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত কল্যাণ অনুদান- ১২২৭.৩৯ কোটি টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল- ২১০৮.২৮ কোটি টাকা
- আয়বর্ধক প্রকল্পের সংখ্যা- ২৭৩৩৬২০ টি
- প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ - ৫৪৭৯.২০ কোটি টাকা
- মোট তহবিল- ৫০১১.০০ কোটি টাকা
- ইতোমধ্যে ৪৮৫ টি উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে
- ৪৩৫ টি উপজেলায় প্রকল্পের স্থায়ী অনলাইন মার্কেটিং সেন্টার ও অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আগামী লক্ষ্যমাত্রা (জুন, ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

- ০১ লক্ষ ভিক্ষুককে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা;
- গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন - ৯১ হাজার ৯২ টি;
- উপকারভোগী সদস্য পরিবার অন্তর্ভুক্তি - ৫৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬০০ টি;
- নিজস্ব জমাকৃত সঞ্চয়- ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত কল্যাণ অনুদান- ২৪৩৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা
- প্রকল্পের প্রদানকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল- ২৯৯৯ কোটি ২১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা
- সম্ভাব্য গঠিত মোট তহবিলের পরিমাণ -৭৮৬৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা
- সকল সদস্য পরিবারের আয়বর্ধক জীবিকাভিত্তিক খামার সৃষ্টি
- উপকারভোগী সদস্যদের পেশাভিত্তিক কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- সামাজিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিবারে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা করা।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ

প্রকল্পের মেয়াদ শেষে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে এ বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্ত"ক ২২ জুন ২০১৬ তারিখ ১০০টি শাখার শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে দেশের সকল উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা রয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সম্পন্ন হয়। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০১৬ এর পূর্বে গঠিত সমিতির সদস্যবৃন্দ এখন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করছেন। পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সকল সমিতি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে।

সরেজমিনে "পল্লী লেনদেন" কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ক্ষুদ্রবীমাসহ বহুমুখি সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের প্রস্তুতি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সদ্যদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সরাসরি ভোক্তার হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য অনলাইন বাজার ব্যবস্থার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ইতোমধ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মোবাইল ফিনানসিয়াল সেবা "পল্লী লেনদেন" এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাইলটিং শেষে অতি দ্রুত সারাদেশে সেবাটি সম্প্রসারণ করা হবে।

৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সমিতি এবং উহার সম্পদ যা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়েছে ঃ

- স্থানান্তরিত সমিতির সংখ্যা ঃ ৪০২১৬টি
- সদস্য সংখ্যা ঃ ২২.০২ লক্ষ জন
- সদস্য সঞ্চয় ঃ ১১৫১.২৩ কোটি টাকা
- সঞ্চয়ের বিপরীতে কল্যাণ অনুদান ঃ ৮৯০.১২ কোটি টাকা
- সমিতির ঘূর্ণায়মান তহবিল ঃ ১২৩৩.৮৭ কোটি টাকা
- সমিতিসমূহের সার্ভিস চার্জ ঃ ১৭০.৭৫ কোটি টাকা
- সম্পদের মূল্য আদায়/ডোনেশন ইত্যাদি ঃ ৫৭.৫১ কোটি টাকা
- মোট স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ ঃ ৩৫০৩.৫০ কোটি টাকা

এক নজরে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম	
ব্যাংকের আওতায় বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩১৫ জন
আয়বর্ধক কাজে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৬৪৮ কোটি টাকা
প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ আদায়	৫৭১ কোটি টাকা

ছাগল পালনে সফল দোহারের মতি আক্তার

দোহার উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ছোট রঘুনাথপুর। ঢাকা জেলা সদরের সন্নিকটে অবস্থিত এ উপজেলার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া স্পষ্ট হলেও নীরবে-নিভৃতে অভাবী জীবনের ঘানি টানা মানুষেরই একজন ছোট রঘুনাথপুরের মতি আক্তার। পার্শ্ববর্তী গ্রামের শ্রমজীবী মোসলেম উদ্দিনের সাথে বিয়ে হয়েছিল

মতি আক্তারের। দরিদ্র বাবা আরেক দরিদ্রের হাতে মতি'কে তুলে দিয়ে কিছুটা নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা করেছিলেন। পড়াশোনা বলতে কোন মতে নাম লেখাটুকু শিখেছিলেন মতি। অভাব-অনটনের মধ্যে বৈবাহিক জীবনের শুরুটা আর সুখের হয়ে ওঠেনি। স্বামীর উপার্জন আর বাড়িতে নিজের হাঁস-মুরগী পালনের আয় দিয়ে কোন রকমে সংসার চালিয়ে নিচ্ছিলেন। ঘর আলো করে কন্যা সন্তান রিনা আক্তারের জন্ম হয়। ঘরে কন্যা সন্তানের আগমনে হঠাৎ খরচ বৃদ্ধির শংকায় খুশির চেয়ে ভাবনাই তাকে বেশি তাড়িত করেছিল বলে জানান মতি। ভাগ্যোন্নয়নের আশায় অন্যদের দেখাদেখি বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তেমন কোন উন্নতি করতে না পারায় হতাশ হয়ে পড়েন। এরই মাঝে ২০১১ সালে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প কাজ শুরু করে রঘুনাথপুর গ্রামে। সবকিছু বুঝে-শুনে শুরুতেই সদস্য হন মতি আক্তার। ২০০ টাকা করে মাসিক সঞ্চয় জমা দিয়ে নিজেদের তহবিল গঠনের প্রতি অন্যান্যদের সাথে মনোযোগী হন তিনি। সদস্যভুক্তির দেড় বছর পরেই প্রথম দফায় ১০ হাজার টাকা নিয়ে একটি বিদেশী জাতের ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল লালন-পালনের মধ্যদিয়েই তার সংসারে উন্নতির চাকা ঘুরতে শুরু করে। দু'টি ছাগল বিক্রি করার পরেও বর্তমানে তার ৯ টি ছাগল রয়েছে।

সমিতি থেকে দ্বিতীয়বারে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন। দু'ফায় নেয়া ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করেন তিনি। তৃতীয়বারে ৩০ হাজার টাকা ঋণ এবং ছাগল ও গরু বিক্রি করে আরও ৩০ হাজার টাকা যোগ করে একটি বিদেশী জাতের গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে তার গরু-ছাগলের মূল্য দেড় লক্ষ টাকার উপরে। স্বামী কিছু জমি বন্দক নিয়ে চাষাবাদ করছেন এবং বাড়ির আঙ্গীনায় সবজিচাষ করছেন। মেয়েকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে পদ্মার ওপারে চন্দ্রপাড়া বিয়ে দিয়েছেন। জামাইয়ের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। পেছনে ফেলে আসা কষ্টের দিনগুলোর কথা আর মনে করতে চাইছেন না মতি। প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, "প্রকল্পের এই সমিতির সদস্য হতে না পারলে হয়তো জীবনে আর সুখের মুখ দেখাই হতো না।"

ইলিয়াস এখন সুখি মানুষ

চার ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে ইলিয়াসের অভাবী সংসার। শ্রমজীবী ইলিয়াসের দিনভর পরিশ্রমের আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চললেও স্ত্রী সন্তানদের চাহিদাপূরনে অক্ষম ছিলো ইলিয়াস। কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার সিদলা ইউনিয়নের শুরুতেই সদস্য হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। প্রথমবার ১০(দশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর পাশে ছোট একটি পুকুরে মাছের চাষ শুরু করেন। ঐ শুরুর পরে আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। উপজেলা মৎস কর্মকর্তার পরামর্শ আর একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের উদ্যোগে গঠিত সমিতির নিজস্ব

পূঁজির সহায়তায় এখন শুধুই এগিয়ে চলা ইলিয়াসের। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বারে যথাক্রমে ২০,৩০ ও ৪০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে প্রতি বছরই সকল খরচ বাদে গৃহীত ঋণের প্রায় দ্বিগুন লাভ করে যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করে সমিতির আদর্শ সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইলিয়াস।

ভালো সদস্য হিসেবে স্বীকৃতির পুরস্কার হিসেবে মাত্র ৫% সার্ভিস চার্জে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণের ৫০ হাজার টাকা গ্রহণ করে পুকুর লিজ নিয়ে মাছ এবং হাঁস পালন করছেন তিনি। এ যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে তিনি ২ লক্ষ টাকা লাভ করবেন বলে জানালেন। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে তাদের চাহিদা পূরনে আর এতটুকু পিছপা হতে হয়না ইলিয়াসের। মোঃ ইলিয়াস এখন স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখ ও সচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করছেন।

স্বাবলম্বী স্মৃতি বিশ্বাস

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার ৫নং ঘাটভোগ ইউনিয়নের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ডোবা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য স্মৃতি বিশ্বাস, স্বামী পরিত্যাক্তা স্মৃতি বিশ্বাস তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাবা কৃষ্ণপদ রায়ের সংসারে বোঝা হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতেন। অভাবের তাড়নায় তার একমাত্র ছেলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল। সংসারের অভাব অনটন তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। তিনি দর্জির কাজ জানা সত্ত্বেও একটি সেলাই মেশিনের অভাবে অন্যের দোকানে দোকানে গিয়ে কাজ করতেন এবং সামান্য কিছুটা উপার্জন করতেন, যা দিয়ে তার ছেলের লেখাপড়া ও সংসার চালানো মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। দোকানের কাজ সব সময় না থাকার কারণে অন্যের বাড়ীতেও কাজ করতেন। এমতাবস্থায় তিনি ০১-০৭-২০১১ খ্রিঃ ডোবা গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হন এবং অতি কষ্টে এক বছরে ২৪০০ টাকা সঞ্চয় জমা করেন এবং সমিতি থেকে ৯ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন।

প্রথমে তিনি বাড়িতে বসে পোশাক তৈরী করতেন। তার পোশাক তৈরীর সুনাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে বেশি উপার্জন হতে লাগলো এবং সংসার ও ছেলের পড়াশুনা খরচ চালিয়ে সে কিস্তিতে সমিতির ঋণ পরিশোধ করে দ্বিতীয় বার সমিতি থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাড়ি থেকে একটু দূরে অবস্থিত বাজারে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করেন। এভাবে তিনি ঋণ পরিশোধ করে তৃতীয় ধাপে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দোকানে সিট কাপড় তুলে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। ইতোমধ্যে ছেলেকে এইচএসসি পাশ করান এবং তিন মাস আগে সেনাবাহিনীতে চাকুরি পায়। স্মৃতি বিশ্বাস বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দরিদ্রবান্ধব শেখ হাসিনার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প আমার ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে, আমি একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিরঋণী।"

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩, পশ্চিম পার্শ্ব), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স ঃ ০২-৯৩৪৮২০৬

ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd, ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd

প্রকাশকাল ঃ নভেম্বর ২০১৮ইং